# কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি

প্রায় ৭৮ বছরের ঐতিহ্যজাত ভারত উপমহাদেশে তথা পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বহুমাত্রিক ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই নির্ঘণ্টটি। সম্প্রতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পার্টির তত্ত্ব, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের পক্ষ থেকে পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনার এটি কোন নতুন প্রচেষ্টা নয় বরং ইতোমধ্যেই যে ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য থেকে বর্তমান প্রেক্ষিতের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অংশগুলো ছেঁকে তুলে ধরা হয়েছে এ লেখায়। কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অনুসন্ধানেরত বিভিন্ন লেখক, ঐতিহাসিক, গবেষক ও নেতা-কর্মীদের রচনা, স্মৃতিকথা থেকে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যাবলীও এখানে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এই কালপঞ্জিতে তথ্য উপস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে আশ্রয়দাত্রী গৃহবধূ পর্যন্ত সকলকে তাই সেই ভুল ত্রুটিগুলিকে সংশোধন এবং নতুন তথ্য সংযোজনসহ এই কালপঞ্জিটিকে সমৃদ্ধ করার আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

১৯২০ : এই দশকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসন অবসানের লক্ষ্যে সংগ্রামরত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের উপর দমন-নিপীড়ন। ক্ষতিগ্রস্ত, বিতাড়িত ও পলাতক বিপ্লবীদের রুশ ও জার্মানীসহ ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গমন। দেশীয় ও প্রবাসী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও বৃটিশ বিরোধী খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবর্গের উপর রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব এবং এদের অধিকাংশের মার্কসবাদ তথা কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষা লাভ। ১৭ অক্টোবর তৎকালীন রাশিয়ার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে মার্কসবাদে আকৃষ্ট ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত বিভিন্ন ধারার প্রবাসী বিপ্লবী কর্তৃক অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন – এম এন রায় (ভারতীয় গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য), ইভলীন ট্রেন্ট (এম এন রায়ের আমেরিকান স্ত্রী), অবনী মুখার্জী (অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত), এম প্রতিবাদী বায়ঙ্কার আচার্য্য (ইউরোপে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী), মুহাম্মদ আলী (আত্মনির্বাসিত মোহাজির, পরে মস্কোতে গিয়ে কমিউনিস্ট), রোজা এটিনগোফ, মুহাম্মদ শরীফ খান (সম্পাদক নির্বাচিত)। ভারতের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) গঠনে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সক্রিয় ভূমিকা পালন।

**১৯২০-২৪ :** গদর পার্টি (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার লক্ষ্যে গঠিত প্রবাসী ভারতীয় বিশেষত পাঞ্জাবের শিখ বিপ্লবীদের দল), মোহাজির দল (ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনকে কাফেরের রাজত্ব অভিহিত করে তার উচ্ছেদকামী পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান যুবকদের দল), দেশের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী ধারা (বাংলার মুজাফফর আহমেদ ও আবদুল হালিম, বোম্বাইয়ের এস এ ডাঙ্গে ও এস ভি ঘাটে, মাদ্রাজে সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়ার) - এই তিন ধারা এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তৎকালীন ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত করার উদ্যোগ এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের উদ্ভব।

এই নবীন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে ইস্তেহার বিলি।

**১৯২১ :** আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলানা হযরত মোহানী (১৯২৫ সনে কানপুরে পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি) কর্তৃক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন।

**১৯২২ :** কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে মাদ্রাজের কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়া (১৯২৫ সালে কানপুরে তৎকালনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের সভাপতি) কর্তৃক পুনরায় উত্থাপিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি বিপুলভাবে সমর্থিত।

**১৯২৩ :** মাদ্রাজের কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গর ভেলু চেট্টিয়ার তাঁর স্ত্রীর লাল শাড়ি ছিঁড়ে নিজের বাড়িতে লাল পতাকা উত্তোলন করে মহান *মে দিবস* পালন এবং পরে মাদ্রাজের সমুদ্রতটে হাজার হাজার শ্রমিকের উপস্থিতিতে ভারতে প্রথম মে দিবস উদযাপন।

**১৯২৪-২৯ :** অবিভক্ত ভারতের মাটিতে বিকাশমান কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দেশের নানা প্রান্তের কমিউনিস্ট নেতাদের জড়িয়ে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক 'পেশওয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা', 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা', 'মীরাট মামলা' প্রভৃতি মিথ্যা মামলা দায়ের এবং কমিউনিস্ট নেতাদের কারাদণ্ড প্রদান। কমিউনিস্টদের উপর দমন-পীড়ন, জেল-জুলুম অব্যাহত।

**১৯২৫ :** ১লা নভেম্বর সর্বপ্রথম বাংলাদেশে *ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজেন্টস পার্টি* গঠন। কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট মতাবলম্বী সকলের এই পার্টিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশের সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ২৬ ডিসেম্বর কানপুর সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন সর্ব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। এ সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন সত্যভক্ত এবং নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হন সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়ার। সম্পাদক - এস ভি ঘাটে ও জিপি বাগরহাট্টা।

**১৯২৮ :** ২২-২৪ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কলকাতায় ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজেন্টস পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত। সারা ভারত জুড়ে এই সংগঠন বিস্তৃত করার প্রস্তাব গ্রহণ।



**১৯২৮-৩০ :** কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

**১৯২৯ :** নভেম্বর মাসে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যকার কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কুখ্যাত শিল্প সম্পর্ক বিলের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে প্রতিবাদ ধর্মঘট পালন।

**১৯৩০ :** কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে *কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক* -এ অন্তর্ভূক্তি। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় গোপন সম্মেলনের মাধ্যমে সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন।

**১৯৩০-৩৪ :** জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের দোদুল্যমানতার দরুন ব্যাপক সংখ্যক তরুণদের মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান।

**১৯৩৪ :** কমিউনিস্ট পার্টিকে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক বেআইনি ঘোষণা। ২৩ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। সদস্য সংখ্যা ১৫ হাজার এবং সার্বক্ষণিক কর্মী ২,৬৩৭ জন।

**১৯৩৫ :** যুক্তফ্রন্টের লাইন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার নীতি গ্রহণ।

**১৯৩৬ :** প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে *প্রগতিশীল লেখক সংঘ* গঠন। কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থীদের সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক *সারা ভারত কিষাণ সভা* প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াকু ছাত্রদের ব্যাপকতম মঞ্চ হিসেবে *সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন* গঠন।

**১৯৩৬-৩৯ :** কমিউনিস্ট পার্টির দ্রুত বিকাশ।

**১৯৩৮ :** কিষাণ সভার তৃতীয় সম্মেলনে এর সদস্য সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ অতিক্রম।

**১৯৩৭-৩৮ :** এই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ৩৭৯টি ধর্মঘটে ৬.৭৬ লক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ।

**১৯৩৯ :** ২ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘটে সাড়া দিয়ে বোম্বাইয়ে ৯০ হাজার শ্রমিকের অংশগ্রহণ।

**১৯৪০ :** এই দশক জুড়ে সারা ভারত জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের উদ্ভব।

**১৯৪২ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের লাইন গ্রহণ এবং পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। পার্টির সদস্য সংখ্যা ৪ হাজার।

**১৯৪৩ :** কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রীদের উদ্যোগে সর্বস্তরের নারীদের প্রথম গণসংগঠন *বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি* গঠন। ২/৩ বছরের মধ্যে অনুরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে অন্ধ্র প্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা, মুম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যত্র। গণসংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ* (IPTA) গঠন।

**১৯৪৪ :** পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩০ হাজারে উন্নীত।

**১৯৪৩-৪৭ :** ব্যাপক কৃষক আন্দোলন - তেভাগা, নানকার, টঙ্ক, তেলেঙ্গানা, কেরালার

পুন্নাপা ভয়ালার,কায়ুর এবং অসংখ্য শ্রমিক, নারী, ছাত্র, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করা ও শত শত শহীদের আত্মদান।

১৯৪৬ : দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দুই বাংলায় মোট ১৩ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কমরেড রূপনারায়ণ রায়, রতন লাল বর্মণ ও জ্যোতি বসুর বিপুল ভোটে জয় লাভ। ব্রিটিশ শাসন অবসানের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা। পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫৩ হাজার।

১৯৪৭ : দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তুতি স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক কমিটি গঠন। খোকা রায় সম্পাদক এবং মণি সিংহ, নেপাল নাগ, ফনী গুহ, শেখ রওশন আলী, মুনীর চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জন দাশ সদস্য নির্বাচিত। কাপ্তান বাজারে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম অফিস স্থাপন। পূর্ব পাকিস্তানে পার্টি সদস্য সংখ্যা ১২ হাজারে উন্নীত। এ বছর সেপ্টেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ঢাকায় *গণতান্ত্রিক যুবলীগ* গঠন।

**১৯৪৮ : ৬ ই মার্চ নবগঠিত পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা লাভ।**

১৯৪৮ : ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত, যা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ যুক্ত কংগ্রেস। কংগ্রেসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬৩২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। তখন মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৯০,০০০। কংগ্রেসে বি টি রণদীভের 'বাম হটকারী' লাইন গ্রহণ। পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের পাকিস্তানে পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তীব্র দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের মুখে কার্যত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে পড়া। ৬ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৎকালীন ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সর্বশেষ কংগ্রেসের (দ্বিতীয় সংগ্রেস) সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্তানের উভয় অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম) কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা কলকাতায় মিলিত হয়ে পুনর্গঠন করে *পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি*। পূর্ব পাকিস্তানের ১২৫ জন প্রতিনিধির এতে যোগদান। সাজ্জাদ জহির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত এবং সদস্য : খোকা রায়, নেপাল নাগ, মণি সিংহ, আতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, জামাল উদ্দিন বুখারী, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও মনসুর হাবিব। কেন্দ্রীয় কমিটি-কর্তৃক ৩ সদস্যের পলিট ব্যুরো গঠন– সাজ্জাদ জহির, খোকা রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায়। তখন পার্টি সদস্য সংখ্যা ১২,০০০। পার্টির এই প্রথম সম্মেলনে সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়' এই আওয়াজ উত্থাপন। ওই একই দিনে (৬ মার্চ '৪৮) পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের পৃথকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক প্রাদেশিক কমিটি গঠন। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন খোকা রায়; সদস্য – মণি সিংহ, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, ফণী গুহ, নিরঞ্জন গুপ্ত, আলতাব আলী, সুধীর দত্ত চৌধুরী, বিভূতি গুহ, প্রমথ ভৌমিক, অবনী বাগচী, মুকুন্দ সেন, মারুফ হোসেন, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ইয়াকুব মিয়া, আব্দুল কাদের চৌধুরী, অমূল্য লাহিড়ী।



১৯৪৯ : বাম হটকারী লাইনের প্রতিফলন স্বরূপ পার্টির কেন্দ্রীয় ও সকল স্তরের কমিটির পরিবর্তন সাধন। ৩ জনের অস্থায়ী কমিটি গঠন; সম্পাদক – শেখ রওশন আলী, সদস্য আলতাব আলী, আব্দুল বারী (ঢাকার রেল শ্রমিক)। পার্টির উদ্যোগে প্রগতিশীল পত্রিকা *ছায়াপথ* প্রকাশ।

১৯৪৮-৫০ : বাম হটকারী লাইন গ্রহণের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক এই সুযোগে কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলদের উপর প্রচণ্ড দমন, নির্যাতন ও অপপ্রচার। পার্টির ব্যাপক বিপর্যয়ের মুখে পড়া। হাজার হাজার নেতা কর্মীর কারাবরণ এবং হিন্দু পরিবার থেকে আগত অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ। পাকিস্তানের প্রথম ৩/৪ বছরে শতাধিক নেতা কর্মীকে হত্যা। বস্তুত পার্টি আত্মরক্ষার পর্যায়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ২/৩ বছরে পার্টির সদস্য সংখ্যা মাত্র ২৫০ জনে নেমে আসে।

১৯৪৯ : পূর্ব পাকিস্তান *মুসলিম আওয়ামী লীগ* গঠিত হলে আত্মগোপনরত কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা ধীরে ধীরে এই দলের ছত্রছায়ায় সংগঠিত হয়ে কাজকর্ম চালাতে থাকে। পার্টি ক্রমশ তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে থাকে এবং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগকে সাম্প্রদায়িক দল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দলে পরিণত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

১৯৫০ : ২৪ এপ্রিল রাজশাহীর সেন্ট্রাল জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে জেলখানায় গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবীতে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের আন্দোলন ও অনশন মৃত্যু। কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম গুলি চালনার ফলে ৭ জন কমিউনিস্ট নেতার মৃত্যুবরণ। ৩১ জন মারাত্মক আহত। ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টির বাম হটকারী লাইন পরিত্যাগ এবং পার্টি কমিটি পুনর্গঠন। নেপাল নাগ সম্পাদক নির্বাচিত। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোলে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সংগঠিত ঐতিহাসিক সাঁওতাল ও কৃষক আন্দোলন। বাঙালি জাতির অধিকার হরণের চূড়ান্ত অপচেষ্টা স্বরূপ গঠিত মূলনীতি কমিটি (Basie Principle committee) বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির "গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন" এ বিশেষ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৯৫১ : মার্চ মাসে সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের উপর "রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র" নামক মামলা দায়ের এবং পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সাজ্জাদ জহিরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করে সাজা প্রদান। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম স্তিমিত। এই প্রেক্ষিতে তাই পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটিকে স্বতন্ত্রভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। এ বছর পার্টির উদ্যোগে প্রগতিশীল পত্রিকা *জনতা* প্রকাশ। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর সরকার তা বন্ধ করে দেয়। এ বছরের মধ্য ভাগে জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে গোপনে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত। পার্টিকে বামপন্থী বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আন্দোলন-সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। এই সম্মেলনে ৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত।

মণি সিংহ সম্পাদক এবং বারীন দত্ত, নেপাল নাগ, সুখেন্দু দস্তিদার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। সদস্য : শেখ রওশন আলী, মীর্জা আব্দুস সামাদ, মন্টু মজুমদার, শহীদুল্লাহ কায়সার ও শচীন বোস (পরে অন্তর্ভুক্ত)। ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ এপ্রিল মাসে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগঠন *পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ* গঠন (১৯৫৮ সনে সামরিক শাসনামলে বেআইনি ঘোষিত)।

**১৯৫২ :** ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত ও সঠিক ধারায় অগ্রসর করার ক্ষেত্রে আত্মগোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গোপনে *মার্কসপন্থী* নামক পত্রিকা প্রকাশ। ২৬ এপ্রিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন *ছাত্র ইউনিয়ন* গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগী ভূমিকা পালন।

**১৯৫৩ :** জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও সামন্তবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন *ডেমোক্রেটিক পার্টি* বা *গণতন্ত্রী দল* গঠন। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচি "পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ" প্রকাশ।

**১৯৫৪ :** মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যফ্রন্ট গঠন এবং ২১ দফা প্রণয়নে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগী ভূমিকা পালন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন এবং নিজস্ব কর্মসূচির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ। কমিউনিস্ট পার্টির ৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ৪জন (পূর্ণেন্দু দস্তিদার , সুধাংশ বিমল দত্ত, প্রসূণকান্তি রায় ও অভয় বর্মন) এবং ২০ জন সদস্য ও সমর্থক ভিন্ন দলের নামে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত। এই বছরই পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারায় গভর্নর শাসন জারি হওয়ার পর জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনি ঘোষিত। পার্টির উদ্যোগে *যুগের দাবি* নামক প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ।

**১৯৫৫ :** কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন।

**১৯৫৬ :** পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কমিটির ৩য় সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা বা জোনের বদলে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। বিকল্প দুজন সহ মোট ১৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। সম্পাদক মণি সিংহ; সম্পাদকমণ্ডলী– মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, অনিল মুখার্জি। সদস্য নির্বাচিত হন শহীদুল্লাহ কায়সার, সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আমজাদ হোসেন, সরদার ফজলুল করিম, চৌধুরী হারুনুর রশিদ, আমজাদ আলী, মির্জা সামাদ, আলতাফ আলী, অমিয় দাশ ও শ্রী কুমার মিত্র। এই কংগ্রেসেই প্রথম পাকিস্তানের আওতার বাইরে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপিত। কংগ্রেসে ৩৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৭ জনের উপস্থিতি। ১৯৫২ সালের পটভূমিতে সৃষ্ট সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অপ্রকাশ্য কাজের সাথে প্রকাশ্য কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রকাশ্য টিম গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করার চেষ্টা। জনগণের সামনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পার্টির বক্তব্য তুলে ধরাই ছিল প্রকাশ্য টিমের কাজ। টিমে ছিলেন মীর্জা আব্দুস সামাদ, আলী আকসাদ, নুরুন্নবী, আব্দুল মতিন, কে.জি. মোস্তফা (পরে অন্তর্ভুক্ত)। আওয়ামী লীগের মধ্যেও কমিউনিস্টদের কাজ অব্যাহত। ঐ সময়েই প্রথমে বংশাল ও পরে নারিন্দায় পার্টির অফিস স্থাপিত।



**১৯৫৭ :** আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা। স্বায়ত্বশাসনের বিরোধীতা করায় আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন এবং এর প্রগতিশীল অংশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পৃথক সংগঠন *ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি* বা *ন্যাপ* গঠন করলে কমিউনিস্টদের এই পার্টির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়া।

**১৯৫৮ :** আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হলে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির উপর আরো দমন-নিপীড়ন। এই অবস্থায় গোপন পার্টির কার্যক্রমকে আরও গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়। বহু নেতা কর্মী আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। অগণিত নেতা কর্মীকে আটক। মার্কসপন্থী পত্রিকা 'শিখা' নামে প্রকাশ ( যা ছিল মূলত তত্ত্বগত পত্রিকা)। বহু কমিউনিস্ট নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়ে একনাগারে প্রায় ১১ বছর জেলে কাটান।

**১৯৬০ :** মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পার্টির অংশগ্রহণ।

**১৯৬২ :** কমিউনিস্ট পার্টির সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। পার্টির প্রচেষ্টায় বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী উভয় ধারার ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমঝোতা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ, খোকা রায় এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মধ্য দিয়ে পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ সফল হয়। ৬২'এর শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ উদ্যোগ।

**১৯৬৩ :** ৪ঠা সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রগতিশীল সাপ্তাহিক *জনতা* পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বামপন্থী আন্দোলন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ বছরই 'শিখা'র ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পুনরায় প্রকাশিত।

**১৯৬৪ :** স্বৈরাচারী একনায়ক আইয়ুব খানের তথাকথিত "মৌলিক গণতন্ত্র" এর পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচনে আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপন অবস্থায় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

**১৯৬৫ :** চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্ক শুরু। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট উত্থাপন এবং মার্কসবাদের কতিপয় মূলনীতির সংশোধন করার প্রেক্ষিতে এই বিতর্কের সূত্রপাত। পার্টি ক্রমশ "মস্কোপন্থী"

এবং "পিকিংপন্থী" বলে পরিচিত এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিরোধের ফলে ঐ বছরই (১-৩ এপ্রিল ৬৫) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন - মেনন গ্রুপ এবং মতিয়া গ্রুপ এই দুই গ্রুপে বিভক্তি। ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পরে ক্রমেই কৃষক সমিতি, ন্যাপ ও শ্রমিক ফেডারেশনেও ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু এবং এক পর্যায়ে তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ।

১৯৬৬ : কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি সম্পন্ন। মণি সিংহ, নেপাল নাগ, খোকা রায়, বারীন দত্ত, অনিল মুখার্জি, শহীদুল্লাহ কায়সার, মোজাফ্ফর আহমদ, চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ অবলম্বন। অপরদিকে মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সুখেন্দু দস্তিদার - কেন্দ্রীয় কমিটির এই দুই সংখ্যালঘিষ্ঠ পিকিংপন্থী অংশ পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক পার্টি গঠন করে যা পরে আরো অনেক ধারা-উপধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বছর শেখ মুজিব কর্তৃক গণতন্ত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জনপ্রিয় ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হলে তা বাঙ্গালি জাতিসত্তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন জ্ঞাপন।

১৯৬৭ : আত্মগোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মণি সিংহ গ্রেফতার।

১৯৬৮ : অক্টোবর মাসে বেআইনি অবস্থায় বিভক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টির ৪র্থ সম্মেলন ঢাকা জেলাতে গোপনে অনুষ্ঠিত। সম্মেলন নিজেকে প্রথম কংগ্রেস হিসাবে ঘোষণা করে এবং পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। বারীণ দত্ত (আব্দুস সালাম) পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত। খোকা রায়, অনিল মুখার্জী, মোহাম্মদ ফরহাদ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং মণি সিংহ, জ্ঞান চক্রবর্তী, আমজাদ হোসেন, বরুণ রায়, নুরুল ইসলাম মুন্সী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এই কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পাকিস্তানে পৃথকভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে দেশকে অধনবাদী বিকাশের পথে এগিয়ে নেওয়ার রণনীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রস্তাব। পার্টির বিশেষ উদ্যোগে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে জাতীয়করণের প্রস্তাব উত্থাপন। পার্টি কর্তৃক পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সিয়াটো-সেন্টো চুক্তি বিরোধিতা। দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় পূর্ব বাংলায় পৃথকভাবে পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমন্বয় রাখার জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত।

১৯৬৯ : গণঅভ্যুত্থানে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সংগঠকের ভূমিকা পালন। ঐ বছর মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৭৫টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পার্টির অন্যতম নেতা অনিল মুখার্জীর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। গণঅভ্যুত্থানের পর নারী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পার্টির নারী কমরেডদের সাহায্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। মণিসিংহ সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিলাভ। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে *উদীচি* গঠন।

১৯৭০ : ৩১ জুলাই প্রথম গণমানুষের পত্রিকা *একতা* প্রকাশ।



১৯৭০-৭১ : আধা প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু। মার্চ মাসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ।

১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে ১২ হাজার সদস্যের যৌথ গেরিলা বাহিনী গঠন করে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। ভারতে মুক্তিযুদ্ধে পরামর্শ ও সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এই কমিটিতে কমরেড মণি সিংহের প্রতিনিধিত্বকরণ। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। অন্যান্য বাহিনীতেও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সাহসী যোদ্ধা রূপে ভূমিকা পালন। যুদ্ধ চলাকালীন পার্টির উদ্যোগে 'মুক্তিযুদ্ধ' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৭২ : দেশ স্বাধীনের পর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে প্রথমবারের মত আইনসঙ্গতভাবে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ লাভ। আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ। ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত। বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সম্মেলনে *ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র* (TUC) গঠন। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বহু কল-কারখানা চালু করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকা পালন। '৭২ এর সংবিধানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। তবে জাতীয় সংখ্যালঘু বিষয় সহ দু'একটি ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন।

১৯৭৩ : ১৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো.) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গণঐক্য জোট গঠন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে গঠিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এই জোটে সিপিবির ৩ জন সদস্য নির্বাচিত- বারীণ দত্ত (আব্দুস সালাম), মোহাম্মদ ফরহাদ ও সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক। ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও দেশ গড়ার সংগ্রামে তরুণ-ছাত্র-যুব কমিউনিস্টদের আত্মনিয়োগ। নারী আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষক সমিতি পুনর্গঠন। শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ। ১ জানুয়ারি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামরত ভিয়েতনামী জনগণের সমর্থনে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশী গুলি বর্ষণে পার্টির কর্মী মতিউল ইসলাম ও আব্দুস কাদেরের মৃত্যুবরণ। ডিসেম্বর (৪-৯) মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে পার্টি কংগ্রেস ঢাকায় অনুষ্ঠিত। ১৪৬ প্রতিনিধির কংগ্রেসে যোগদান। কমরেড মণি সিংহকে সভাপতি ও কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। জ্ঞান চক্রবর্তী, নুরুল ইসলাম মুন্সী, বরুন রায়, জ্যোতিষ বসু, আব্দুস সাত্তার, রতন সেন, সামসুদ্দোহা, মণিকৃষ্ণ সেন, শামসুল হক, মতিউর রহমান, সহিদুল্লাহ চৌধুরী, খোরশেদুল ইসলাম, রফিকুর রহমান লজু, কামরুল হোসেন, ওসমান গণি ও শেখ আব্দুল হাই প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। সম্পাদক মণ্ডলী ঃ অনিল মুখার্জি, বারীণ দত্ত, খোকা রায়, আমজাদ হোসেন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, মঞ্জুরুল আহসান খান, অজয় রায়, নুরুল ইসলাম নাহিদ। কংগ্রেসে 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি' গৃহীত এবং নতুন পরিস্থিতিতে কাজের পদ্ধতির সাথে পার্টিকে প্রস্তুত করার জন্য নতুন গঠনতন্ত্র গ্রহণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক এই কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে কমিউনিস্টদের অবদান ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসা।

১৯৭৪ : কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আদর্শগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় 'লেনিন স্কুল' চালু। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক 'ব্যর্থ সরকার বাতিল কর যোগ্য সরকার গঠন কর' এই দাবি উত্থাপন।

১৯৭৫ : ফেব্রুয়ারি মাসে বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গঠিত বাকশাল -এ কমিউনিস্ট পার্টির যোগদানের প্রকাশ্য ভূমিকা এবং গোপনে সংকুচিত পার্টি কাঠামো বজায় রাখা। ১৫ আগস্ট এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত এবং সপরিবারে শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করলে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়ে এর বিরোধিতা। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

১৯৭৬ : মার্চের শুরুতে সামরিক সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির ওপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন। কেন্দ্রে এবং জেলায় জেলায় সিপিবি নেতাদের গ্রেফতার। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি। এ বছর অক্টোবর মাসে সীমিত অধিকার লাভ করে কমিউনিস্ট পার্টির আবার আইনসঙ্গতভাবে কাজ শুরু। যুব সমাজকে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত যুব ইউনিয়ন।

১৯৭৭ : ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দেশের সার্বিক জটিল শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারিত। এ বছরই অক্টোবরে মিথ্যা অজুহাতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা। কমরেড মণি সিংহ ও মোহাম্মদ ফরহাদ গ্রেফতার এবং বাধ্য হয়ে অনেকের আত্মগোপন।

১৯৭৮ : কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং মণি সিংহ ও মোহাম্মদ ফরহাদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভ। পরবর্তীতে কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমেরও মুক্তিলাভ। সিপিবি এ বছর নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনের পর ১৮ দফা কর্মসূচি উত্থাপন। পার্টি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। এ সময় গঠিত সামরিক সরকার বিরোধী ১০-দলীয় ঐক্যজোট গঠনে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

১৯৭৯ : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালে পার্টির "নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি" এই নামে ফ্রন্টের সদস্য রূপে কাজ। মণি সিংহ ও মঞ্জুরুল আহসান খান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সভ্য নির্বাচিত। সরকার কর্তৃক একতা পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ। ঐ বছর নভেম্বরে পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর দমন নিপীড়ন এবং সিপিবির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি।

১৯৮০ : ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির ৩য় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। ৩০০ জন প্রতিনিধির কংগ্রেসে অংশগ্রহণ। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন গ্রহণ এবং দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার কর্তব্য নির্ধারণ করে 'ভাত-কাপড়-জমি-কাজ' এর স্লোগান উত্থাপন। কংগ্রেসে কমরেড মণি সিংহ সভাপতি ও মোহাম্মদ ফরহাদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত এবং নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য - বারীন দত্ত, অনিল মুখার্জী, সাইফুদ্দীন মানিক, মনজুরুল আহসান



খান, অজয় রায়, নুরুল ইসলাম, মতিউর রহমান। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য - বরুণ রায়, রতন সেন, নূরুল ইসলাম মুন্সী, পূর্ণেন্দু কানুনগো, শামসুল হক, সামসুদ্দোহা, ওয়াজেদুল ইসলাম, সহিদুল্লাহ চৌধুরী, মোর্শেদ আলী, শেখর দত্ত, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শেখ মুনিরুজ্জামান, আহসান উল্লাহ চৌধুরী, মকবুল হোসেন, শঙ্কর বোস, ওসমান গনি, আলী আকসাদ, অপূর্ব কান্তি ধর, খোরশেদুল ইসলাম। কংগ্রেসে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি যুগপৎ গ্রহণ না করার জন্য আত্মসমালোচনা। কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিশ্বের ৪৮টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অভিনন্দন বার্তা পাঠায় এই কংগ্রেসে।

১৯৮১ : গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণীর প্রথম গণসংগঠন *বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির* প্রতিষ্ঠা।

১৯৮২ : মার্চ মাসে সামরিক শাসন জারি হলে সিপিবিসহ সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত।

১৯৮৩ : সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় মোর্চা গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৫ দল ও ৮ দলীয় জোটের যুগপৎ আন্দোলনের ধারা গড়ে তোলায় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র পার্টি কমরেডদের সর্বাত্মক সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৯৮৪ : শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গঠন ও ৪৮ ঘন্টা সাধারণ ধর্মঘট পালনে পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বিশেষ উদ্যোগ ও ভূমিকা পালন। এ বছরই ১ মার্চ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক নেতা কমরেড তাজুল এর শহীদের মৃত্যুবরণ এবং পার্টির অসংখ্য নেতা-কর্মি জুলুম-নির্যাতন হয়রানির শিকার। এবছর ১৪ আগস্ট ১৫ দলীয় জোটের বিশাল জাতীয় সমাবেশে প্রণীত ৫ দফা ও ২১ দফা আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকা পালন।

১৯৮৫ : সামরিক স্বৈরাচারের অধীনে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রতিহত করার গণআন্দোলনে পার্টির সর্বাত্মক অংশগ্রহণ। পার্টি কমরেডরা শহীদ হন ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৮৬ : ১৫-দলীয় ঐক্যজোটের ৫-দফার আন্দোলন বেগবান করতে কমিউনিস্ট পার্টির বহুমুখী ভূমিকা পালন। এ বছর সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে ১৫-দলীয় জোট ভেঙ্গে গেলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ এই জোটের মূল অংশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ। এই নির্বাচনে স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথমবারের মতো ৫টি আসনে জয়লাভ এবং পরে আরো একজন স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থীর পার্টিতে যোগদান। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ এবং ঢাকায় ক্ষেতমজুরদের বিশাল সমাবেশ।

১৯৮৭ : ৭-১১ এপ্রিল ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির ৪র্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। এই কংগ্রেসকে সামনে রেখে ৬০টি জেলা সম্মেলন, ২৮৭টি উপজেলা ও থানা সম্মেলন এবং শহর-গ্রাম

ও কারখানার ১,০৬৪টি শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত। কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ৮৮৯ জন। কমরেড মোহম্মদ ফরহাদ সাধারণ সম্পাদক এবং সাইফুদ্দীন মানিক সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। বারীন দত্ত, শঙ্কর বোস, মনজুরুল আহসান খান, অজয় রায়, নুরুল ইসলাম, মতিউর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সহিদুল্লাহ চৌধুরী, শামসুদ্দোহা, ওসমান গণি সম্পাদকমণ্ডলী এবং রতন সেন, বরুণ রায়, জসিমউদ্দিন মণ্ডল, মোর্শেদ আলী, শেখ মুনিরুজ্জামান, আহসান উল্লাহ চৌধুরী, সুনীল রায়, ওয়াজেদুল ইসলাম, ম. আখতারুজ্জামান , অপূর্ব কান্তি ধর, কাজি রবিউল হক, শেখর দত্ত, মকবুল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, নুহ-উল আলম লেনিন, মেরাজুল হোসেন ছুটু, খালেকা বেগম, নজির হোসেন, আবু সাঈদ, খোরশেদুল ইসলাম, কামরুল হোসেন, মোঃ নূরুল ইসলাম, আব্দুল কাইয়ুম মুকুল, আবুল হাসনাত, শাহাদাত হোসেন, প্রদীপ চক্রবর্তী, আমিনুল হক বাবুল প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। পার্টির মধ্যে বিলোপবাদী ষড়যন্ত্রের দরুণ সংকটের উদ্ভব এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মঞ্জুরুল আহসান খানের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ। তিন জোটের যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ উদ্যোগ এবং তিন জোটের রূপরেখার খসড়া প্রণয়নে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

১৯৯০ : সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ও জঙ্গী ভূমিকা। *আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশী তাকে দিব* - এই শ্লোগান ও দাবির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির দেশব্যাপী ঐতিহাসিক পদযাত্রা।

১৯৯১ : সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে ৩-৮ অক্টোবর ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির ৫ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। এই কংগ্রেসে পার্টির ভেতরকার অধঃপতিত সুবিধাবাদী ও বিলোপবাদীদের প্রভাবে পার্টির গঠনতন্ত্র ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক সংশোধনী আনয়ন।

১৯৯২ : সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ অধঃপতিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নাম পরিবর্তনসহ পার্টির স্বাধীন অস্তিত্ব বিলোপ করার লক্ষ্যে নানান ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতা গ্রহণ। সারা দেশের কর্মীদের নিয়ে এই অপতৎপরতা মোকাবলার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ কর্তৃক তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম। ঢাকাসহ সারাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সমাজতন্ত্রের পক্ষে গণমিছিল। "আমরা করবো জয়", "শিখা", "দেশে দেশে" ইত্যাদি পত্রিকা ও বুলেটিনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রচারণা।

১৯৯৩ : ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নামে নাম পরিবর্তনসহ পার্টির অস্তিত্ব বিলোপের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের অনুসারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এর তীব্র বিরোধিতা। কমরেড সুনীল রায়, সহিদুল্লাহ চৌধুরী, আহসান উল্লাহ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন মন্ডল, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মোর্শেদ আলী, শেখ মুনীরুজ্জামান, এম এম আকাশ, দিবালোক সিংহ, মোঃ শাহ আলম, সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, আজহারুল ইসলাম আরজু, আব্দুল কাদের, তপন দত্ত, যতীন সরকার প্রমুখ কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী নেতৃবৃন্দের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব, আদর্শ, লক্ষ্য সমুন্নত রেখে নবায়িত, শক্তিশালী ও পুনর্জাগরিত কমিউনিস্ট



পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান। বিলোপবাদী ও কমিউনিস্ট এই দুই দলিল নিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী প্রকাশ্য বিতর্কে বিলোপবাদীদের পরাজয় এবং একত্র অধিবেশনে মিলিত হতে বিলোপবাদীদের আপত্তি। বিলোপবাদীদের পৃথক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান। ১৫ জুন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিলোপবাদীদের দলিল প্রত্যাখ্যান এবং পার্টি থেকে বিলোপবাদীদের বিতাড়ন। সম্মেলনে কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারীদের নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন।

১৯৯৪ : বাম গণতান্ত্রিকফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৯৯৫ : ৭-৮ এপ্রিল ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত। সমাজতন্ত্রের পূর্ব শর্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ১৭-দফা কর্মসূচি গ্রহণ।

১৯৯৬ : ১২ জুন ইতিহাসে প্রথমবারের মত নিজস্ব মার্কা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ। পার্টির নিজস্ব কাস্তে মার্কা নিয়ে ৩৫ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নভেম্বর মাসে অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলসহ তেভাগা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন। ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলাদের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী পালন। একতা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশনা পুনরায় শুরু।

১৯৯৭ : ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত।

১৯৯৮ : সারা বছর ব্যাপী দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন। মার্কস-এঙ্গেলস রচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পার্টির উদ্যোগে মুক্ত আলোচনার আয়োজন।

**তথ্যসূত্র**

মণি সিংহ – জীবন সংগ্রাম (১ম ও ২য় খণ্ড) / খোকা রায় – সংগ্রামের তিন দশক / বারীণ দত্ত – সংগ্রাম মুখর দিনগুলি / জ্ঞান চক্রবর্তী – ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ / নুরুল ইসলাম – বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর / আমজাদ হোসেন – বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা / রণেশ সেন – ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত / সরোজ মুখোপাধ্যায় – ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা / মুজাফফর আহমেদ – আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি / ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা – সিপিএম, পার্টি শিক্ষা সিরিজ / এ বি বর্ধন ও এম ফারুকী – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা।

তত্ত্ব, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ
**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**